দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN 24 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭৮ কলাম ৩

৪৪

মাধ্যমিক স্কুল স্তরে হিন্দুধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

বিগত সরকারের আমলে শিক্ষানীতি প্রণয়নের সময় এনাম কমিটি সর্বসম্প্রদায়ের লোকদের ধর্মীয় শিক্ষাকে আবিশ্যিক করেছে। তারপর হতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এসএসসি পরীক্ষায় সকল ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও আরবী শিক্ষার শিক্ষকগণকে বি এ পাসের সমমর্যাদা প্রদান করায় সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ইসলাম ধর্ম বিষয়ের সুপারিশ এনাম কমিটি করেছে। অন্য ধর্মের ছাত্রদের ধর্ম বিষয় পড়ানোর কোন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নেই।

পূর্বে সকল স্কুলে হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বিগত সরকারের শাসনামলে এনাম কমিটি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃত বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পণ্ডিত নিয়োগের কোন বিধিমালা সুপারিশ করেনি। তাই যে সব স্কুলে সংস্কৃত ও হিন্দু ধর্ম শিক্ষাদানের জন্য পণ্ডিতগণ চাকরির বিধিমোতাবেক অবসর গ্রহণ করেছেন সে স্কুলে পুনরায় পণ্ডিত নিয়োগ হচ্ছে না। অনেক স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষক (পণ্ডিত) অবসর গ্রহণ করার পর অনেকদিন ধরে প্রধান শিক্ষকগণ হিন্দু ছাত্রদের আবেদনের প্রেক্ষিতে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্ডিতের শূন্যপদের বিবরণী দিয়েই যাচ্ছেন। কিন্তু পণ্ডিতের জন্য কোন নির্দিষ্ট পদ না থাকায় ঐ শূন্যপদে অন্য শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে। ফলে হিন্দু ছাত্ররা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সংস্কৃত ও তৃতীয় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দুধর্মীয় বিষয়ে পাঠ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ধর্ম বাধ্যতামূলক হওয়াতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলোতে সকল ধর্ম বিষয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে পণ্ডিত না থাকায় হিন্দুধর্মের শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে পুনরায় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে। সেজন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি হিন্দু ছাত্রদের পক্ষ থেকে আকুল আবেদন, বিগত সরকারের অনুসৃত এনাম কমিটিতে হিন্দু ধর্ম বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পণ্ডিত নিয়োগের ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা নিরসন করে হিন্দু ছাত্রদের সংস্কৃত ও ধর্মীয় শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলোতে পণ্ডিত নিয়োগের সুব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ রাখছি।

শ্রী অরুণ চন্দ্র রায়
জামালপুর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে,
বাংলাদেশ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার সমিতির পক্ষ থেকে
আকুল আবেদন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

আপনার প্রজ্ঞা ও গতিশীল নেতৃত্বে জনগণ দীর্ঘদিন পর- স্বাধীনতার প্রকৃত সুফললাভে সক্ষম হচ্ছে। তাই ন্যায় বিচারের প্রতীক হিসেবে সুবিচার প্রাপ্তির জন্য সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাজের মৌলিক চাহিদা। প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের গৃহিত বহুবিধ গণমুখী পদক্ষেপ ও মহতী উদ্যোগ সফল বাস্তবায়নে সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারগণ জনসাধারণের সংস্পর্শে থেকে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে সরকারকে সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছেন। ফলে দেশে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। অথচ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারগণ অন্যান্য বিভাগের ন্যায় সুযোগ সুবিধা না পেয়ে অবমূল্যায়িত হওয়ায় হীনমন্যতায় ভুগছেন। যুক্তিসংগত দাবী সমূহ বিবেচনার জন্য আপনার দপ্তর মেকে বহু বার পত্র জারিও হয়েছে।

সমাজ সংস্কারক,

সমিতির যুক্তিসংগত পাঁচ দফা দাবী, যথাঃ- ১) পদোন্নতির কোটা ৮০% বৃদ্ধি সহ অধিদপ্তরের শিক্ষা ও গবেষনা অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদান ২) ১০০% সিলেকশন গ্রেড প্রদান ও সকল স্তরের শিক্ষা কমিটিতে একজন প্রতিনিধি রাখা ৩) যানবাহন হিসেবে মটর সাইকেল সরবরাহ এবং দপ্তর স্থাপন ও আবাসনের ব্যবস্থা ৪) সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পদটি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত এবং ৪৫-৬০টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সমন্বয়ে শিক্ষা এলাকা/ অঞ্চল গঠন করা ৫) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে "প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়" রূপান্তর পূর্বক প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার সৃষ্টি এবং সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার পদটি ক্যাডারের ভিত্তিপদ ধরা। বর্ণিত দাবী সমূহ সদয় বিবেচনার জন্য আপনার সহানুভূতিপূর্ণ ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ ও মহানুভবতা কামনা করছি। (ঐক্য পরিষদের কর্মসূচীর সাথে এ সমিতির কোন সম্পর্ক নেই।)

বিনীত নিবেদকবৃন্দ,

(মোঃ নুরুজ্জামান)
সভাপতি

(গিয়াস উদ্দীন আহ্মদ)
সাধারণ সম্পাদক